THE HUNGER PROJECT

আমার স্বাস্থ্য
আমার সুরক্ষা
আমার দায়িত্ব

৩৮ বনছায়া, ফিরোজাবাদ, সপুরা, রাজশাহী।
WWW.FACEBOOK.COM/
THP RAJSHAHI REGION
CONTACT NO: 01724244780

বরেন্দ্র প্রবাহ

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের ই-নিউজ লেটার
১ম বর্ষ * ১১তম সংখ্যা * শনিবার * ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

সবাই যদি হন যুক্ত,
গ্রাম হবে করোনামুক্ত

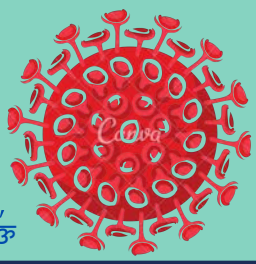

তৃণমূলে মানুষের নেতৃত্বে করোনামুক্ত বাটিকামারি

আমাদের সমাজ বিকাশে প্রচলিত কিছু ধারণা এবং প্রথা সামাজিক আইন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গ্রাম সমাজে মানুষ প্রথাকে অলংঘনীয় মনে করে থাকেন। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাতেও প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতিকে অমান্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনই একটি প্রচলিত বাণী হলো "অন্যের দুভাগ্য দেখে শুধু শান্তনা দিও না নিজেও সাবধান হও।" প্রচলিত এই বাণীটি অনেক সময় সত্যে রুপান্তরিত হতে দেখা যায়। ফলে মান্য করা আমাদের করণীয় হয়ে পড়ে। চীন থেকে করোনা ভাইরাস এর উৎপত্তি হলেও ভাইরাসটি চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশে গত ৮মার্চ প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশও করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রায় ৪হাজার ৫শত মানুষ মারা গিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বিভিন্ন রকমের। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ইতোমধ্যে ভাইরাসটি ক্রমাগত মিউটেশন হচ্ছে। ফলে আবহাওয়া বা জলবায়ুজনিত কারণে সংক্রমন হবে না এমন ধারণা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। মানুষের সামগ্রিক সচেতনতা করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে। মাস্ক ব্যবহার, হাত ধোয়া, সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলা এই মুহুর্তে আমাদের সবার জন্যই উপযুক্ত প্রতিষেধক বলে স্বীকৃত। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মালিকানার ভিত্তিতে করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ বেশ প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের যে সমস্ত গ্রাম জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাদের অন্যতম বাটিকামারি গ্রাম।

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়নের গ্রাম বাটিকামারী । গ্রাম প্রায় ২ হাজার মানুষের বসবাস। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাজার এবং বাটিকামারি বাজার জনসমাবেশে ভরপুর থাকে। করোনার সামাজিক সংক্রমন শুরু হলেও মানুষের বাজারে আনাগোনা বন্ধ হয়নি। এমতাবস্থায় সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বাটিকামারি গ্রাম উন্নয়ন দল গ্রহণ করেছে সাহসী পদক্ষেপ। তারা নিজেরা গ্রাম উন্নয়ন দলের সভা আহবান করে। সভায় কারোনা পরিস্থিতি বিশ্লেষন করে নিজেদের করণীয় নির্ধারন করে। গ্রামের প্রত্যেক মানুষকে সচেতন করে তোলা, মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক, প্রত্যেক বাড়িতে এবং নলকুপগুলোতে যাতে সাবান থাকে এবং মানুষ নিয়ম মেনে হাত ধোয় সে জন্য মাইকিং করে। সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলতে প্রত্যেককে উৎসাহিত করে। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আবু তালেব, গণগবেষক হাফিজা বেগম, ইয়ুথ লিডার হুমায়ূন আহমেদ মানুষকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলতে উৎসাহ যোগান। ফলে বাজার মানুষ শুন্য হয়ে পড়ে।

গ্রামে মানুষের সংক্রমনের সম্ভাবনাও ক্ষীন হয়ে ওঠে। যারা বাইরে থেকে গ্রামে আসে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হয়। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে হাত ধোয়ার জন্য ৫টি বেসিন বসানো হয়। লিফলেট বিতরন করে মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহ যোগান গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা।গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসায় সেখানেও ছোট হাত ধোয়া নিশ্চিত করেছেন। গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে প্রত্যেকের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ৬০০ মাস্ক বিতরণ করেছেন। গণগবেষক হাফিজা বেগম সেলাইয়ের কাজ জানেন। তিনি কাপড়ের তৈরি ৩০০ মাস্ক মানুষের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা প্রাপ্তিতে মানুষের যাতে কোন সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য তারা ক্লিনিকের সাথে বসে মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। করোনা ক্রান্তিকালে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়লে সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গ্রামের ১২৩জনকে সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন। গণগবেষণা সমিতি এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে ৩২টি পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী হিসেবে চিনি, সেমাই, দুধ, সাবান বিতরণ করেছেন। গ্রামের ১১ সদস্কয বিশিষ্ট করোনা প্রতিরোধ কমিটি ইউনিয়ন করোনা প্রতিরোধ কমিটির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। ফলে এখানে এখনও পর্যন্ত কোন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হননি। এক ধরণের নিরাপত্তা বেস্টনীর মধ্যে বাটিকামারি গ্রাম উন্নয়ন দল মানুষকে আবদ্ধ রেখেছেন।

গুজব, অপপ্রচার রোধে তরুণদের প্রশংসনীয় ভুমিকার জন্য মানুষের মধে আতংকিত অবস্থা বেশিদিন ছিল না। এখানে প্রায় পুরো গ্রামের মানুষ করোনা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গ্রাম উন্নয়ন দল ১ হাজার গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথম ধাপে তারা ১০০টি ফলজ গাছ লাগিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বাটিকামারি গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি সাবদুল ইসলামের নেতৃত্বে টিপু সুলতান, শাহিন আলম, আরিফুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, রবিউল ইসলামসহ গ্রামের শতাধিক মানুষ উদ্যোগী ভুমিকা পালন করেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শওকত হোসেন বুলবুল বাটিকামারি গ্রাম উন্নয়ন দলের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং শুরু থেকে সব সময় তার সাথে যোগাযোগ ও আপডেট জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। তিনি করোনা সহনশীল গ্রাম উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে তৃণমুলে মানুষের সাথে কাজ করার জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টকে সাধুবাদ জানান। সংগঠিত গ্রামশক্তির বিকাশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যার্জনে কার্যকর ভুমিকা রেখে চলেছে।

উপদেষ্টামন্ডলি: মিজানুর রহমান, আল-আমীন মিয়া, জাহিদুল ইসলাম রাসেল, মাসুম রাসেল
সম্পাদনা: আসির উদ্দীন
সম্পাদনা সহযোগি: **মো. আশরাফুল ইসলাম সরকার, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, চারঘাট**
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-রাজশাহী অঞ্চল

আসুন,
সবাই মিলে শপথ করি,
করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি।